দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

22

বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

সরকার বিলম্বে হলেও জুলাই ১৯৯৪ থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার) শিক্ষক-কর্মচারী-দেরকে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সমপরিমাণ চিকিৎসা ভাতা এবং জানুয়ারি, ৯৫ থেকে মূল বেতনের ৮০% অর্থ প্রদান করছে। তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হতে দেখা যাচ্ছে। মূলত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর যোগ্যতার চেয়ে প্রকাশ্যে কলেজ ফান্ডে দান হিসেবে আর অপ্রকাশ্যে ঘুষ হিসেবে যে যত বেশি দিতে পারে সেই তত যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হয়ে নিয়োগ লাভে সক্ষম হচ্ছে। ফলে দরিদ্র অথচ মেধাবী যোগ্য প্রার্থীরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হয়ে চরম হতাশায় ভুগছে। পক্ষান্তরে কর্ম-মেধা-সম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়োগ লাভ করায় শিক্ষার গুণগত মানে ক্রমাবনতি ঘটছে, যা দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনছে। বিষয়টি কোন বিবেকবান নাগরিকেরই কাম্য নয়। শিক্ষা শিক্ষার্থী ও জাতীয় স্বার্থে এ অবস্থার আশু অবসান আবশ্যক।

এমতাবস্থায় বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রার্থী পিএসসি'র মাধ্যমে সরকারি কলেজে শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে, লিখিত ও মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে সীমিত শূন্য আসনের কারণে নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হচ্ছে, পিএসসি কর্তৃক তাদের বিষয়ভিত্তিক প্যানেল তৈরি করে সেই প্যানেল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশে বিভিন্ন কলেজে শূন্যপদের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়োগদান হয়ে যোগ্য ও দরিদ্র প্রার্থীদের প্রতি সুবিচারপূর্বক কলেজ শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাবনতি রোধ ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার খেলা বন্ধ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, পিএসসি শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করছি।

মোঃ শাহ জামান সরকার
সাং ও পোষ্ট- ছাইকোলা
জেলা-পাবনা।